অল্পবিদ্যা এবং ক্রিকেট

ক্রিকেট জ্ঞান একেবারে নেই তা নয়, সামান্য আছে। 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর' যাকে বলে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রধান নির্বাচকের কথা বলছি। শুধু এই একজনই নয়। বোর্ড রাজনীতির নির্মম শিকার এখন ক্রিকেট।...লিখেছেন সাইফুল হাসান

খালেদ মাসুদ পাইলট। মুখে হাসি সারাক্ষণ লেগেই থাকে। বাংলাদেশের ক্রিকেট বা যে কোনো ক্ষেত্রেই তিনি একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে কেউ কোনো পদ পেলে তা ছাড়তে চান না। যতক্ষণ না জোর করে পজিশন থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু খালেদ মাসুদ ব্যতিক্রম। খালেদ মাসুদ পাইলট ১৯৯৫ সালে এশিয়া কাপে অভিষেকের পর থেকে বাদ পড়েননি। এর এক নম্বর কারণ হলো বাংলাদেশে পাইলটের কাছাকাছি মানের কোনো উইকেটকিপার তৈরি হয়নি। '৯৯ সালে মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিন জাতি মেরিল কাপ টুর্নামেন্টে ইনজুরির কারণে একটি ম্যাচে দলের বাইরে ছিলেন তিনি। নির্বাচকমন্ডলী কখনও পাইলটকে বাদ দিয়ে দল করার কথা কল্পনাও করেননি। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সম্পর্কে বলা হতো, দলে সব জায়গায় পরিবর্তন এলেও পাইলট কখনো বাদ পড়বেন না। পাইলটের দর্শন হলো শেষ বল পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া। তাতে ম্যাচ না জিতলেও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা সব সময়ই পাইলটের দৃঢ় মানসিকতার প্রশংসা করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মানসিক দৃঢ়তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

খালেদ মাসুদ পাইলট জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন কেন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গণে এটাই এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। পাইলটের পারফর্মেন্স কি এতোটাই খারাপ ছিলো যে তিনি দল থেকে বাদ পড়তে পারেন। পাইলটের রেকর্ড কি বলে? পারফর্মেন্সের কারণে যদি পাইলট বাদ পড়েন, তাহলে তো বাংলাদেশ দলের কোনো খেলোয়াড়ই জাতীয় দলে থাকার যোগ্যতা রাখেন না।

পৃথিবীর কোনো দলে খেলোয়াড় পরিবর্তনের এমন ন্যক্কারজনক কোনো ঘটনা কেউ জানে কি না সন্দেহ। পাইলটকে বাদ দেয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলা হলো বিশ্বকাপে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন তিনি। খেলোয়াড়দের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছেন। অতি উৎসাহীরা তার বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিং ও নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর কথা বলতেও ছাড়লেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনো কোনো কর্মকর্তা বিশ্বকাপের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানকারী তদন্ত কমিটির সুপারিশের কথাও উল্লেখ করেন। আর প্রধান নির্বাচক আলিউল ইসলাম মিডিয়ার কাছে দম্ভোক্তি করেন, তিনি একক সিদ্ধান্তে পাইলটকে বাদ দিয়েছেন। কারণ পাইলট ভালো পারফর্ম করতে পারছেন না। ভালো পারফর্ম বাংলাদেশ দলের কোনো খেলোয়াড়ই করতে পারছেন না। তাহলে দোষ কেন পাইলটের একা হবে?

আলিউল ইসলাম নির্বাচকের দায়িত্ব পাবার পর থেকে একের পর এক বিতর্কের জন্ম দিয়ে চলেছেন। জীবনে যিনি জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেননি তার ক্রিকেটীয় মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। তার দুই সঙ্গীর একজন ক্রিকেট ছেড়ে গিটার ধরেছেন অনেক বছর। অন্যজন কত বছর ক্রিকেটের সঙ্গে নেই সেটা সবারই জানা। অবশ্য নির্বাচক হবার আগ পর্যন্ত তিনজনের কারোরই ক্রিকেটের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তারপর বোর্ড কিভাবে তাদের নির্বাচক বানালেন, এটাই একটা বড় প্রশ্ন।

আলিউল ইসলাম যখন বলেন, পাইলটকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত তার একার। তখন কি প্রশ্ন জাগে না তিনি সব সিদ্ধান্ত একাই নেন। তার

আলিউলের শিকার খালেদ মাসুদ পাইলট

এই দাম্ভিকতায় কি এটাই প্রমাণ হয় না যোগ্যতা নয়, তার পছন্দ-অপছন্দই খেলোয়াড়ের একমাত্র যোগ্যতা। এই দাম্ভিকতা দেখানোর সাহস তিনি কোথায় পান? তার ক্ষমতার উৎস কোথায়?

পাইলটের বিপক্ষে যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ থাকে, তবে অবশ্যই তিনি শাস্তি পাবেন, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু তাকে শাস্তি দেবার মালিক বোর্ড, নির্বাচকরা নন। তাছাড়া তদন্ত যেখানে শেষই হয়নি সেখানে একজনকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় কোন যুক্তিতে? আলিউল বলছেন পারফর্মেন্স খারাপ। কিন্তু রেকর্ড তা বলছে না। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফর্মেন্স লজ্জাজনক সত্য। কিন্তু লজ্জাজনক পারফর্মেন্সের মধ্যে সবচেয়ে সফল খেলোয়াড়টির নাম খালেদ মাসুদ পাইলট। টেস্ট মর্যাদা পাবার পর বাংলাদেশ সবগুলো টেস্টে হেরেছে। তারপরও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন তিনি। এই যোগ্যতা আর কোনো খেলোয়াড় এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেননি।

নতুন খেলোয়াড়দের তুলে আনতে হবে। খুবই ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য তো একটা প্রক্রিয়া থাকবে। মোহাম্মদ সেলিম ভালো খেলোয়াড়, জাতীয় দলে তিনি নিশ্চয় খেলবেন। সে জন্য তো তাকে প্রস্তুত করতে হবে। সেলিম নিজে কি মনে করেন তিনি পাইলটের রিপ্লেসমেন্ট হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন? বাংলাদেশের কেউ পাইলটের বিকল্প খুঁজে পেলেন না। শুধুমাত্র আলিউল ইসলাম ছাড়া। কারণ পাইলট স্পষ্টবাদী। কখনো কখনো অনেক বেশি সত্য কথা বলেন তিনি। বিশ্বকাপের পরে নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা বলে পাইলট ভুল করেছিলেন। এই ধারণা বোর্ডের অনেক কর্মকর্তাসহ অনেকেরই। জানা যায়, খোলোয়াড়দের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানোসহ অনেক বিষয় নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে সাবেক অধিনায়কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিশ্বকাপের আগে টিম সিলেকশনেও অধিনায়কের কোনো মতামত নেয়া হয়নি। যেমন নেয়া হয়নি সেলিমের

অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বর্তমান কোচ ও অধিনায়কের মতামত। পাইলটের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছিলো তা বোর্ড প্রেসিডেন্ট এশিয়া অঞ্চলের আইসিসির সিকিউরিটি অফিসার কর্নেল নূর খারিজ করে দিয়েছেন। অভিযোগ উত্থাপন শুরু হয় ১৮ তারিখ থেকে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট পাইলটকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় ৫ দিন পর। এই ৫ দিন জাতীয় দলের একজন খেলোয়াড়কে যে পরিমাণ অপমান, দুঃখ, কষ্ট সহ্য করতে হলো তার দায় কে নেবে? বোর্ড কি এখন দায়িত্ব নেবে বা তদন্ত করে দেখবে কারা পাইলটের বিরুদ্ধে এসব কথা ছড়িয়েছে? সাবেক অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানে তো পুরো দেশের গায়ে কলঙ্ক লেপন। তাও আবার অভিযোগগুলো বিশ্বকাপ চলাকালীন। পাইলট তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সব সময় অস্বীকার করে এসেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে পাইলটের কথাই সত্য। কিন্তু সামাজিক ও আন্তর্জাতিকভাবে তার যে সম্মানহানি ঘটলো তা কি পুনরুদ্ধার হবে? তাকে বাদ দেয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে স্ক্যান্ডাল ছড়ানো হয়েছে যখন দেশে একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট চলছে। দেশী মিডিয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতীয় সাংবাদিকরা বাংলাদেশে। তথ্যের জন্য তাদের স্থানীয় সাংবাদিক ও বোর্ড অফিসিয়াল বা নির্বাচকদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। মূল ঘটনা না জানায় এসব সাংবাদিক বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই নোংরামি আর পাইলট সম্পর্কে কি লিখবে? যদি ভাবা হয় তারা খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে তাহলে মনে করতে হবে আমরা বোকার স্বর্গে বাস করছি।

পাইলটকে বাদ দেয়া সম্পর্কে বর্তমান দলের অনেক খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সবাই প্রশ্নের উত্তরে অসহায়ের মতো হাসি বিনিময় ছাড়া আর কোনো কথা বলতে চান না। এর মধ্যে একজন খেলোয়াড় সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, কোড অব কন্ডাক্টের মাধ্যমে আমাদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্রিকেট আমার পেশা। রুটি-রুজির একমাত্র পথ। সব সময় চাই দল ভালো করুক, জিতুক। প্রত্যেকেই তা চায়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আর কিছু চাই না নিজে ভালো খেলা ছাড়া। দলে কেউ চিরকাল থাকবে না সত্য। কিন্তু একটা স্টাবিলিটি তো থাকবে একজন খেলোয়াড়ের। সত্যিই বলতে আমরা এখন টিমে থাকতে চাই। এবং সেটা যে কোনো মূল্যে।' এই ক্রিকেটারও স্বীকার করলেন নির্বাচকরা কাজটি খারাপ করেছেন। কোচ সারোয়ার ইমরানের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনার টিমে নতুন একজন ক্রিকেটার অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রতিষ্ঠিত একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেয়া হলো- আপনি জানবেন না কেন? উত্তরে সারোয়ার ইমরান ম্লান হাসেন। তিনি বলেন, 'খেলোয়াড় সিলেকশনের ব্যাপার নির্বাচকদের। আমাকে দল দেয়া হয়েছে– আমি তাদের খেলাচ্ছি। আমাদের কোনো হাত নেই।'- কোচের কথায় বোঝা যায় নির্বাচকরা কত বড় ক্ষমতাবান। টিম সিলেকশন হবে কিন্তু কোচ/অধিনায়কের কোনো ভূমিকা থাকবে না। কি অদ্ভুত ক্রিকেট জ্ঞান আলিউল গংদের। খালেদ মাহমুদ সুজন সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে পাইলট সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেও তিনি মিডিয়ার কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত বোর্ড কর্মকর্তা বা নির্বাচকরা এসব খবরকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। কারণ তারা তো জানেনই। 'সকল ক্ষমতার উৎস আলিউল ইসলাম গং'। এই নির্বাচকদের ক্রিকেট জ্ঞান ও তারা যে কত আনাড়ি তার প্রমাণ মেলে টিভিএস কাপে বাংলাদেশ দল দেখে। বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশ দল দেশে ফেরার পর অনেক মেধা খরচ করে তারা দল নির্বাচন করেছেন এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে। খুবই ভালো কথা। ধন্যবাদ বা প্রশংসা পাবার মতো কাজ। বড় কোনো টুর্নামেন্ট এক্সপেরিমেন্ট চালানোর জায়গা নয় এটা আলিউল ইসলামরা বোঝে না বলে এখনও মনে হয় না বা বাংলাদেশ যে ক্রিকেটের কোনো পরাশক্তি নয়, সেটাও তাদের মাথায় নেই। দেশে প্রথম শ্রেণীর লীগ থেকেও নেই, জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের অর্থে তেমন কোনো রিপ্লেসমেন্টও তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু ম্যাচের পর ম্যাচ এক্সপেরিমেন্ট চালাতে তারা ভুল করছেন না। আলিউল ইসলামরা সম্ভবত জানেন না জোড়াতালি দিয়ে নৌকার পাল উড়ানো গেলেও ক্রিকেট চালানো যায় না। টিভিএস কাপে ৪ ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। প্রতি ম্যাচেই খেলোয়াড় বদল হয়েছে। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন অপি। প্রথম ম্যাচে রান পাননি অতএব বাদ। গুল্লু বা তুষার ইমরান, তালহা, মুঞ্জুরুল, পাইলট, সানোয়ার আর কতো বলা যায়, ব্যাপারটা যে কতটা হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কেউই অনুধাবন করতে পারছে না।

১৯ এপ্রিল টিভিএস কাপ উপলক্ষে ইএসপিএন, স্টার স্পোর্টস হোটেল শেরাটনে এক ডিনারের আয়োজন করেছিলো তিন দলের সৌজন্যে। ডিনার শুরুর দিকে পাইলটকে দেখা গেল সুইমিং পুলের পাশে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করছেন। কোনো একটা কাজে তিনি শেরাটনে এসেছিলেন। দেখা হতেই জানালেন পার্টিতে তিনি যাচ্ছেন না। ব্যক্তিগত কাজে এসেছেন। তার সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'এসব বোগাস মিথ্যা কথা। আর সত্যি হলেও এর জন্য নির্বাচকরা আমাকে বাদ দিতে পারেন না। আমার কোনো অপরাধ থাকলে তার শাস্তি দেবার মালিক বোর্ড। আর ক্রিকেট আমি আজ থেকে খেলছি না। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে জানেন। অতএব নতুন করে কি বলবো। আবার দলে ফিরবো এই আত্মবিশ্বাস আমার আছে।' সেই হাসিখুশি মুখ, কোনো কিছুই বদলায়নি। এমনকি দল থকে বাদ পড়ার যন্ত্রণাও নেই। চোখেমুখে আত্মবিশ্বাস। এই ডিনার পার্টিতেই প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে দেখা। তাকে ধরা হলো। বললেন, এখানে কথা বলতে পারবো না। এখন বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়ে এলাম। পরে ফোনে যোগাযোগ করে আসেন। বিস্তারিত আলাপ করবো। যে আলিউল ইসলামকে কিছুদিন আগেও কেউ চিনতো না। তিনি এখন বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দেন। বিরাট ঘটনা। এই ঘটনা একজন সাংবাদিককে বলার মধ্যেও গর্ব কাজ করে। সেটা আলিউল ইসলামকে দেখেই মনে হয়েছে। পরে একাধিক ফোন করেও তাকে ধরা যায়নি। এমনকি এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও তাকে ফোন করা হয়েছিলো। প্রথমে তিনি ফোন ধরলেন না পরে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। দুভার্গ্যজনকভাবে ক্রিকেটের এই ব্যক্তিত্বের বক্তব্য নেয়া সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের ক্রিকেটে যা ঘটছে, তা দিয়েই বোঝা যায় ক্রিকেট বোর্ডের লেজেগোবরে অবস্থা। জাতীয় দলের স্বীকৃত একজন ক্রিকেটারের নামে বেনামী বোর্ড কর্মকর্তারা বক্তব্য দিচ্ছেন অথচ বোর্ড তখন ঘুম পাড়ছে। আলিউল ইসলামরা একের পর এক বিতর্কের জন্ম দিয়ে ক্রিকেটকে পিছিয়ে দিচ্ছে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট বা অন্য কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেই। বোর্ডের যদি এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থাকে তবে টিমের অবস্থা ভালো হবে কিভাবে? বাংলাদেশের মানুষ এখন রেজাল্ট দেখতে চায়, আলিউলদের আস্ফালন নয়। আলিউলেরা যখন বলেন পাইলটের বাদ দেবার সিদ্ধান্ত আমার একার, তখন তার কথাটা বর্তমান বিশ্বের বড় সন্ত্রাসী জর্জ বুশের মতো শোনায়। প্লিজ, মি. আলিউল ইসলাম আপনার সেবা দেশের ক্রিকেটে অনেক পেয়েছে, আর নয়। ক্রিকেটকে আর বিতর্কিত না করে বিদায় নেন। যদিও আমরা জানি যে আপনি পাইলটের মতো স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করবেন না। মি. বোর্ড প্রেসিডেন্ট আপনারাও তাকে বাদ দিয়ে মৃতপ্রায় ক্রিকেটটাকে বাঁচান। তা না হলে তার একার সিদ্ধান্তের শিকার অন্যরাও হতে পারেন। যার পরিণতি খুব খারাপ। যদিও আলিউল ইসলামদের অপরাধের দায়ভার বোর্ড কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়। যোগ্যতা ও পারফর্মেন্স হবে একজন খেলোয়াড়ের দলে থাকার প্রধান শর্ত। সেই শর্তে নতুন খেলোয়াড় আসবে, পুরাতনরা বাদ যাবে। এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু বিকল্প কোনো খেলোয়াড় তৈরি না করে দেশের সবচেয়ে যোগ্য লোকটিকে দল থেকে বাদ দেয়া কোনো গৌরব বহন করে না। এতে অযোগ্যতাই প্রমাণ হয়। পাইলট প্রতিবাদী, লড়াকু ও শক্ত মনের মানুষ। সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাথা উঁচু করে আবার তিনি জাতীয় দলে ফিরবেন এটা সকল ক্রিকেটপ্রেমীর কামনা। পাশাপাশি আলিউল ইসলামদের রাহু থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেট মুক্ত হবে একদিন এ আশাও আমরা রাখি।